বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোন-০১৭৬৯৭২১০১৯, ফ্যাক্স: ০২-৫৮০৫১০১০
ই-মেইলঃ pro@bsmrmu.edu.bd, ওয়েবঃ www.bsmrmu.edu.bd

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

''দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস'' ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ''পরীক্ষায় চান্স না পেয়েও তিন লাখ টাকায় ভর্তি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে'' শীর্ষক শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ ভর্তি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভুল, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবাদের প্রকৃত সত্যতা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ না করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ভুল সংবাদ প্রকাশের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। উক্ত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে আরো সর্তক হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। এমতাবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা নীতিমালা অনুসারে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরে প্রকাশিত মেরিট এবং ওয়েটিং লিস্ট হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক শিক্ষার্থী ভর্তি করতঃ ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষের ক্লাস গত ১১ মার্চ ২০২৪ শুরু হয়। একই সময়ে পুরাতন স্বনামধন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হলে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী অত্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভর্তি বাতিল করতঃ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়। ফলে বিদ্যমান প্রোগ্রামসমূহে অনেক সিট ফাকা থেকে যায়। এমতাবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১ম ওয়েটিং লিস্ট হতে সকল শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতঃ সিট ফাকা থাকা সাপেক্ষে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। এতেও বিভিন্ন প্রোগ্রামে অল্প সংখ্যক সিট ফাকা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২য় ওয়েটিং লিস্ট হতে ভর্তি করে। মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সহিত শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এতে কোন অনিয়ম ঘটেছে বলে অদ্যবদি কোন শিক্ষার্থী/অভিভাবক অভিযোগ করেননি।

সংবাদে প্রকাশিত বর্ণিত কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রকাশিত সংবাদে বিভিন্ন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে মনগড়া তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে, 'প্রতিবেদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি বিভাগের' নাম 'জেনেটিক অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি' উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রতিবেদকের অত্র বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি বিভাগের একজন অধ্যাপকের বিবৃতি উদ্ধিতি করে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা উক্ত অধ্যাপক অস্বীকার করেছেন এবং এটি সম্পূর্ন মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। (শিক্ষকের বক্তব্য সংযুক্ত)।

ভুল তথ্য প্রকাশের ফলে বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে পাঠকের মাঝে সৃষ্ট নেতিবাচক ধারণা নিরসনকল্পে সঠিক তথ্য প্রকাশ করা জরুরি বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। তাই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত সংবাদের সংশোধনী প্রকাশের জন্য ''দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস'' পত্রিকা/ওয়েব পোর্টাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মাইনুর রহমান
উপ-পরিচালক
পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি
১৪/০৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোন-০১৭৬৯-৭২১০১০, ০১৭১৩০৬৮২০৫ ফ্যাক্স-০২-৫৮০৫১০১০
ই মেইলঃ nazir.geb@bsmrmu.edu.bd

তারিখঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

বরাবর
ডিন
এফ ই ও এস
বি এস এম আর এম ইউ

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে The Daily Campus নামক একটি অনলাইন পত্রিকায় **"পরীক্ষায় চান্স না পেয়েও তিন লাখ টাকায় ভর্তি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে!"** শিরোনামে **প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।** সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তথ্যগত ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা থাকে। উক্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এ প্রতিবেদনের শেষের দিকে আমার নামটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অসত্য। আমি যে ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষক, সে ডিপার্টমেন্ট এর নামটিও সঠিক ভাবে উল্লেখ করা হয়নি কারণ প্রতিবেদক আমার নাম অকারণে উল্লেখ করার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। উক্ত প্রতিবেদক তার প্রকাশিত প্রতিবেদনে আমার বিভাগের নাম "জেনেটিক্স ও বায়োটেকনোলজি" বলে উল্লেখ করেছে। প্রকৃত পক্ষে আমার বিভাগের নাম হল "জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি"।

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ইতোপূর্বে এই প্রতিবেদক আমার সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে আমি তাকে এই মর্মে বুঝিয়ে বলি যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাকে বিধি অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। আর সে যে একটি পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, সেটার প্রমাণকস্বরূপ তার সাংবাদিক এর আইডেন্টিটি কার্ড বা পরিচয়পত্র আমাকে দেখাতে হবে। সাংবাদিকতার বিশ্বজনীন এথিকস হল যে সাক্ষাৎকার দিবে, তার সম্মতি গ্রহণ করা। আমার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এ প্রস্তাবে এই সাংবাদিক ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং আমার বিরুদ্ধে একই পত্রিকায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ সম্পূর্ণ অসত্য, অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা বানোয়াট মানহানিকর ও মনগড়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমুহ অসত্য এবং প্রমানকবিহীন ছিল বিধায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ করে। উক্ত বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান।

এর পরেও আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ কমেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পুর্বে আমি জাপানে ও বাংলাদেশ দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ বছরের অধিক কাল যাবত শিক্ষকতা ও গবেষণা করেছি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে আমার অর্ধশত প্রকাশনা ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক পেটেন্ট রয়েছে। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পরে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ল্যাবরেটরিটিকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করেছি যা পরিদর্শনে প্রায়শই দেশ বিদেশের শিক্ষক ও গবেষকগন আসেন। এ ছাড়াও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারী কতিপয় কর্মকর্তা ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধিগতভাবেই বিভিন্ন সভায় কথা বলেছি। এই ছাত্র তাদের পক্ষ অবলম্বন করে আমার বিরুদ্ধে তার সাংবাদিক পরিচয় এর অপব্যবহার করছে। আমি সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত না হওয়াটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার রাইট বেসড এপ্রোচ—এবং সাংবাদিকতার মূল নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। পেশাদার সাংবাদিকতার নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অপরিপক্ক এই সাংবাদিক নামধারী ছাত্রটি বিষয়টি ব্যক্তিগত করে ফেলেছে। একইসাথে বিধিলঙ্ঘনকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেআইনি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি
১৪/০৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোন-০১৭৬৯-৭২১০১০, ০১৭১৩০৬৮২০৫ ফ্যাক্স-০২-৫৮০৫১০১০
ই মেইলঃ nazir.geb@bsmrmu.edu.bd

কার্যকলাপের অংশীদার হয়ে সাংবাদিক পরিচয়ের অপব্যবহার করে অপেশাদার কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। এর প্রমাণ ১৪ ডিসেম্বর এর বর্ণিত প্রতিবেদনে আমার সাথে কোনরকম কথা না বলেই যে বক্তব্য আমি প্রদান করিনি তা আমার বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা। **আমি আবারও জোরালো ভাবে জানাচ্ছি যে আমি উক্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি ছাত্রের সঙ্গে সরাসরি এ বাপারে কোনরকম কথোপকথন করিনি। মোবাইল ফোন বা ল্যান্ডফোনেও উক্ত বিষয় নিয়ে কোন কথা বলিনি।**

নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশ ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিলঙ্ঘনকারী কিছু শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমার মানহানির লক্ষ্যে তার নিজের মনগড়া বক্তব্যকে আমার বক্তব্য বলে প্রকাশ করে এই ছাত্র যে অপেশাদার কাজ করেছে সেটার বিরুদ্ধে পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। অন্যথায় কিছুদিন পরে এই প্রতিবেদক সাংবাদিকতার নাম ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য অনুষদদের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করে মনগড়া প্রতিবেদন করা শুরু করবে যা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নাজির হোসেন
বিভাগীয় প্রধান
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি
ফোন-০১৭১৩০৬৮২০৫ ফ্যাক্স-০২-৫৮০৫১০১০
ই মেইলঃ nazir.geb@bsmrmu.edu.bd